সংবাদ

তারিখ ... 3 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ ......

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

১৩ হাজার ১৪৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বাদশ শ্রেণী চালু হলে অতিরিক্ত ব্যয় হবে ১ হাজার ১৩৩ কোটি টাকা

রাকিব উদ্দিন

অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষানীতির আলোকে কেবল মাধ্যমিক স্তর নবম থেকে
দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা যাবে মাত্র ১৬২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এসব প্রতিষ্ঠানে
অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এক হাজার ৫৩১ জন, যাদের এমপিও সুবিধা
বাবদ প্রতি বছর অতিরিক্ত ব্যয় হবে ২২ কোটি টাকা। অবকাঠামো উন্নয়ন করে
আরও ১২ হাজার ৯৮৭টি প্রতিষ্ঠানে দ্বাদশ শ্রেণী চালু করা যাবে। এসব প্রতিষ্ঠানে
অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে ৭৭ হাজার ২১২ জন। তাদের এমপিও সুবিধা
বাবদ প্রতি বছর অতিরিক্ত ব্যয় হবে এক হাজার ১১১ কোটি টাকা।
সব মিলিয়ে ১৩ হাজার ১৪৯টি প্রতিষ্ঠানে দ্বাদশ শ্রেণী চালু করলে প্রতি বছর
অতিরিক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারের ব্যয় হবে এক হাজার ১৩৩
কোটি টাকা। আর এসব প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে ব্যয়
হবে আরও ৩ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। সরকারের 'শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান
ব্যুরো'র (ব্যানবেইস) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটি গত
২৯ জানুয়ারি শিক্ষা সচিবের কাছে প্রদান করা হয়েছে। ২০১১ সালের ২৯
অক্টোবর অনুষ্ঠিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' বাস্তবায়নে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত
অনুযায়ী ওই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ মাধ্যমিক স্তর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে
উন্নীত করার কথা বলা আছে। আর ব্যানবেইসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,
অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া' সারাদেশের মাত্র ১৬২টি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক
বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা যাবে। এক্ষেত্রে কর্মরত
অনার্স/মাস্টার্স শিক্ষক ছাড়াই

প্রক্রিয়া : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

প্রক্রিয়া : বাস্তবায়ন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এক
হাজার ৫৩১ জন। এর জন্য বছরে অতিরিক্ত
ব্যয় হবে প্রায় ২২ কোটি টাকা।
অনার্স/মাস্টার্স ডিগ্রিধারী এক হাজার ৫৩১
জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দানের
জন্য জনপ্রতি ন্যূনতম ছয় হাজার টাকা করে
অতিরিক্ত আরও ৯২ কোটি টাকা ব্যয় হবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষা
ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম)
মহাপরিচালক ও শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন
কমিটির সদস্য প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবির
সংবাদকে বলেছেন, 'আমরা প্রস্তাব করেছি
২০১৮ সালের মধ্যে শিক্ষানীতি পুরোপুরি
বাস্তবায়নের। তা করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা
স্তর অষ্টম এবং মাধ্যমিক স্তর দ্বাদশ শ্রেণীতে
উন্নীত করতে হবে।' তিনি আরও বলেন,
'একসঙ্গে সব প্রতিষ্ঠানের স্তর পরিবর্তন না
করে পর্যায়ক্রমে তা করার প্রস্তাব করা
হয়েছে'। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে,
মাধ্যমিক স্তরে একক শিফট এবং এমপিওভুক্ত
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত
করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অতিরিক্ত
শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করে
১২ হাজার ৯৮৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বর্তমানে
উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা যাবে। এ
খাতে আরও ব্যয় হবে মোট ৪ হাজার ৪৫৫
কোটি ৩২ লাখ টাকা। এই অর্থে ১২ হাজার
৯৮৭টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ২ হাজার স্কয়ার
ফিটের দুটি করে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করতে হবে,
যার জন্য মোট ব্যয় হবে তিন হাজার ২৯৯
কোটি টাকা। এছাড়া অনার্স/মাস্টার্স শিক্ষক
ছাড়া ৭৭ হাজার ২১২ জন অতিরিক্ত শিক্ষক
নিয়োগ দিতে হবে, যার জন্য বছরে অতিরিক্ত
ব্যয় হবে এক হাজার ১১১ কোটি টাকা।